হুইসেলব্লোয়ারদের বাঁচাতে আপের কুপরামর্শ

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

২০০৮ এর ২৭ শে জুলাই বিজেপির তিন সাংসদ ফাগন সিং কুলাস্তে, মহাবীর সিং ভাগোরা,এবং অশোক আর্গলকে ঘুষের টোপ দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার সঙ্গে বিতর্কিত পরমাণু চুক্তি সই এর আগে পার্লামেন্টে আস্থাভোটে সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য এই তিন সাংসদকে যে টাকার টোপ দেওয়া হয়েছিল তা পুরোটা রেকর্ড করে সঙ্গে সঙ্গে সংসদে পেশ করেছিলেন তাঁরা। কক্ষের মেঝেতে গৃহিত অর্থ রেখে তাঁরা সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য যে তাঁদের ঘুস দেওয়া হয়েছিল তা প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু দিল্লি পুলিস তদন্ত করে ষড়য়ন্ত্র ও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এই তিন সাংসদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনে। যারা ঘুস দিয়েছিল তাদের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় এই তিনজনকেও। পরে জামিন পান তাঁরা। দিল্লিতে সিবিআই এর স্পেশাল জজের সামনে তাঁদের বিরূদ্ধে চার্জশিটও পেশ করা হয়। ২০১৩ র ২২ শে নভেম্বর স্পেশাল জজ নরোত্তম কৌশল অন্যান্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে দুর্নীতির বিরূদ্ধে গর্জে ওঠা এই তিন সাংসদকেও রেহাই দেন। মহামান্য বিচারপতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন,

" অভিযুক্তদের সঙ্গে যে বৈঠক বা চুক্তি হয়েছিল সেখানে সিএনএন-আইবিএন এর প্রতিনিধি ও তিন বিজেপি সাংসদ উপস্থিত ছিলেন ঘোড়া কেনাবেচার নথি সংগ্রহ ও অন্য দলের সাংসদদের কিভাবে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি প্রলুবধ করছে তা প্রকাশ্যে আনার তাগিদে। এটা কখনই আইনবিরোধী নয়।

এই একই রায় আরও দুই হুইসেল ব্লোয়ার সুধীন্দ্র কুলকার্নি ও সুহেল হিন্দুস্থানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যারা ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল তাদের সামনে আনতে ও তাঁদের ফাঁদে ফেলতে সিএনএন-আইবিএনের প্রতিনিধিদের সামনে এটা যে বিজেপি সাংসদরা নাটক করেছিলেন তাও মহামান্য বিচাকরতির রায়ে স্পষ্ট।

বিচারপতির এই রায় হুইসেলব্লোয়ারদের অধিকার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যারা প্রচার চালাচ্ছে তাদের বড় জয়। ভারতে এরকম হুইসেলব্লোয়ার আরও দরকার যাতে দুর্নীতি সামনে আসে।হুইসেলব্লোয়ার বিল লোকসভায় পাশ হয়েছে ও রাজ্যসভায় পেনডিং আছে। যদি এই সেশনে ন্যুনতম সুযোগ থাকে, তবে যত তাড়াতাড়ি সমভব এই বিল পাস হয়ে যাওয়া উচিত।

আজ সংবাদপত্রে খুব বড় করে বেড়িয়েছে যে এই রায়ের বিরূদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ। আপ নিজেদের লোকপালের সমর্থনে প্রচারের পণ্য হিসেবে গন্য করে। হুইসেলব্লোয়ারদের প্রাধান্যও চায়। এটাই আমার কাছে আশ্চর্যের যে হুইসেলব্লোয়ারদের রেহাইকে কেন তবে চ্যালেঞ্জের সিদ্ধান্ত। এটা প্রতিষ্ঠিত যে ২০০৮ এ ক্রস ভোট হয়েছিল। এটাও প্রতিষ্ঠিত যে টাকা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এটাও প্রতিষ্ঠিত যে তিন সাংসদ ও তাদের দুই সঙ্গী ঘুষের প্রস্তাব সর্বসমক্ষে আনতে টিভি চ্যানেলের সামনে নাটক করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় কেলেঙ্কারী প্রকাশ্যে এনে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তারা ও তাদের অব্যাহতি দিয়ে ন্যায় করা হয়েছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর সরকার এখন এই হুইসেলব্লোয়ারদের শাস্তি চাওয়ায় আমি অবাক। দুর্নীতি প্রকাশ্য আনতে স্টিং অপারেশন চান কেজরিওয়াল। আপ যদি এই রায় চ্যালেঞ্জের পথে যায় তবে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২০ ধারায় সবাই দোষী সাব্যস্ত হবে।